73408 - রাজঈ ও বায়নে তালাকপ্রাপ্তা নারী কী কী বষিয় পরহিার করবে?

প্রশ্ন

সম্প্রতি আমি আমার স্বামীকে তালাক দয়িছে। তনি মাস ব্যাপী আমাকে যে অপক্ষো করতে হবে সে সময়টাতে আমার কী কী করণীয় সটো জানতে চাই। আমি কি ইন্টারনটেরে মাধ্যমে পুরুষদরে সাথে কথাও বলতে পারব না? আমার বাবা বা মায়রে বন্ধুরা এসে কি আমাকে নয়িে যতেে এবং পরবর্তীতে বাসায় ফরিয়িে দতিে পারব?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

স্ত্রী তার স্বামীকে তালাক দতিে পারে না। বরং তালাক কবেল স্বামীর পক্ষ থকেে হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে তালাকরে মাসআলাসমূহ ও তালাক্বরে বধিি-বধিানরে ক্ষত্রেে স্বামীদরেকে সম্বোধন করছেনে; স্ত্রীদরেকে নয়। আল্লাহ তায়ালা বলনে: “আর যখন তোমেরা স্ত্রীকে তালাক দাও অতঃপর তারা ইদ্দত পূর্তরি নকিটবর্তী হয়, তখন তোমেরা হয় বধিি অনুযায়ী তাদরেকে রখেে দবিে অথবা বধিমিত মুক্ত করে দবিে।” [বাকারা: ২৩১]

তনিি আরো বলনে: “যদি তোমেরা স্ত্রীদরেকে স্পর্শ না করে অথবা মোহর নর্িধারণ না করইে তালাক দাও তবে তোমোদরে কোন অপরাধ নইে।” [বাকারা: ২৩৬]

আল্লাহ তায়ালা বলনে: “হে ঈমানদারগণ! যখন তোমেরা মুমনি নারীদরেকে বয়িে করবে, তারপর তাদরেকে স্পর্শ করার আগে তালাক দবিে, তখন তোমোদরে জন্য তাদরে পালনীয় কোন ইদ্দত নইে যা তোমেরা গুণবে।” [আহযাব: ৪৯]

আল্লাহ বলনে: “হে নবী! তোমেরা স্ত্রীদরে তালাক দলিে তাদরে ইদ্দতরে প্রতি লক্ষ্য রখেে তালাক দবেে এবং (ঠকিভাবে) ইদ্দত গণনা করবে। আর তোমোদরে রব আল্লাহকে ভয় করো।” [তালাক: ১]

ইবনে আব্বাস রাদয়িাল্লাহু আনহুমা বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: “তালাক দয়ো কবেল তার অধকিার যে (নারীর) পায়রে নলা ধরছেলি (অর্থাৎ সহবাস করছেলি; উদ্দশ্যে স্বামী)।”[হাদীসটি ইবনে মাজাহ (২০৮১) বর্ণনা করনে এবং আলবানী ‘ইরওয়াউল গালীল’ বইয়ে হাদীসটকিে হাসান বলছেনে (৭/১০৮)]

স্ত্রীর আগ্রহে স্বামীর সাথে যে বিচ্ছেদে ঘটে, যেটার বিনিময়ে স্ত্রী অর্থ পরিশোধ করে এর নাম— 'খুলা'। খুলার সংজ্ঞা হল: স্ত্রী তার স্বামী থেকে প্রাপ্ত মোহরানা বা স্বামীর দাবিকৃত অর্থের বিনিময়ে নিজেকে মুক্ত করে নেওয়া। স্বামী এতে সম্মত হলে স্ত্রীকে বিচ্ছেদ করে দিবে। এটা হলো— ফাসখ (বিচ্ছেদ); যা তালাক নয়। ফাসখের ক্ষেত্রে নারীর ইদ্দত এক হায়েয।

ইতিপূর্বে (**14569**) নং প্রশ্নের উত্তরে এর বিবরণ গিয়েছে।

দুই:

'খুলা' হয়ে যাওয়ার পরপরই স্ত্রী স্বামীর কাছে বেগানা নারীতে পরিণত হবে। তার সাথে একাকী অবস্থান করা বৈধ হবে না। নতুন আকদ (বৈবাহিক চুক্তি) ও মোহরানা ছাড়া তাকে ফিরিয়ে আনাও যাবে না।

তার ইদ্দত তথা এক হায়েয শেষ হয়ে যাওয়ার পর কিংবা সে গর্ভবতী হলে সন্তান জন্ম দেওয়ার পর শরীয়তের শর্তাবলি তথা অভিভাবকের অনুমতি ও দুজন সাক্ষীর উপস্থিতি সাপেক্ষে যে কোনো পুরুষের সাথে সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

পক্ষান্তরে স্বামী যদি তার স্ত্রীকে এক তালাক বা দুই তালাক দেয় তাহলে তার জন্য ইদ্দত চলাকালীন বাড়ি থেকে বের হওয়া জায়েয নয়। স্বামীর জন্যও ইদ্দত শেষ হয়ে বেগানা হওয়ার আগ পর্যন্ত স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া জায়েয নয়। এর মাঝে নিহিত গূঢ় রহস্য হল হয়তো এতে করে স্বামী স্ত্রীর প্রতি ঝুঁকে পড়বে এবং তাকে ফিরিয়ে নিবে। শরীয়ত ফিরিয়ে নেয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "তোমরা তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিও না এবং তারাও বের হয়ে যাবে না; যদি না তারা স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। আর এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা; যে আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করে সে নিজেরই উপর অবিচার করে। তুমি জানো না; হতে পারে এরপর আল্লাহ নতুন কোন কিছু ঘটাবেন।"[তালাক: ১]

ইদ্দত চলাকালীন স্ত্রীর জন্য স্বামীর সামনে নিজেকে উন্মোচন করা, স্বামীর জন্য সাজগোজ করা, কথাবার্তা বলা বা একা তার কাছে থাকা জায়েয। কিন্তু স্বামীর জন্য তাকে ফিরিয়ে আনা ছাড়া তার সাথে সহবাস করা জায়েয নয় কিংবা সহবাস করলে ফিরিয়ে আনার নিয়তে করতে হবে।

স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তিন তালাক, দুই তালাক কিংবা এক তালাক দেয় আর স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হয়ে যায় তাহলে স্ত্রী তার জন্য বেগানা নারীতে পরিণত হবে। তখন তার সাথে একাকী হওয়া, তাকে স্পর্শ করা ও তার দিকে তাকানো বৈধ হবে না।

ইতঃপূর্বে (**21413**) ও (**36548**) নং প্রশ্নোত্তরে বিষয়টার বিবরণ গিয়েছে। সে প্রশ্নোত্তরদ্বয় দেখা যেতে পারে।

ইতঃপূর্বে (12667) নং প্রশ্নরে উত্তরে সব ধরনরে ইদ্দতরে বিরণ দওেয়া হয়ছে।

লক্ষ্য রাখা জরুরী: মাসকি হয় এমন তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত তনি হায়যে; তনি মাস নয়। তনি মাস ইদ্দত হলো এমন কমবয়সী নারীর যার হায়যেরে বয়স হয়নি। আর এমন বৃদ্ধা নারীর যার হায়যে হওয়ার আশা নইে। যে প্রশ্নরে উত্তর দখেতে বলা হল তাতে আরো বিরণ রয়ছে।

তনি:

নারীর জন্য বগোনা পুরুষরে সাথে বরে হওয়া কংিবা তাদরে সাথে ইন্টারনটেে কথা বলা জায়যে নয়। এ ব্যাপারে দলীলসমূহরে বিরণ এবং আলমেদরে ফতোয়া (34841), (6453) ও (10221) নং প্রশ্নোত্তরসমূহরে ইতঃপূর্বে উল্লখে করা হয়ছে।

সুতরাং নারীর জন্য সুন্দর জামাকাপড় পরা, সুগন্ধি লাগানো, অলংকার পরা ইত্যাদি নষিধে নয়; যমেনভাবে এগুলো স্বামীর মৃত্যুজনতি ইদ্দত পালনকারী নারীর জন্য নষিদ্ধি। তবে হারাম হলো— রাজঈ তালাকরে ইদ্দত চলাকালীন তার জন্য স্বামীর বাড়ি থকেে বরে হওয়া। অন্যদকিে পুরুষদরে সাথে বাহরিে বরে হওয়া ও তাদরে সাথে কথা বলা সকল অবস্থায় হারাম।

আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ।